শিল্প ও বাণিজ্য

এ জেলায় বেশকিছু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা যমুনা ফার্টিলাইজার লিঃ, দেওয়ানগঞ্জ জিল বাংলা সুগার মিলস লিঃ, আলহাজ্ব জুট মিলস ও পপুলার জুট মিলস সরিষাবাড়ী, বিসিক শিল্প নগরী জামালপুর উল্লেখযোগ্য।

জামালপুর জেলা শহরের দাপুনিয়ায় ২৬.৩০ একর জমিতে বিসিক শিল্প নগরী ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে স্থানীয় চাহিদা ও কাচামাল নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি হয়েছে।

যমুনা সারকারখানা লিঃ, তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

যমুনা সারকারখানা

জামালপুর জেলার অন্যতম বৃহৎ শিল্প কারখানা হচ্ছে যমুনা সার কারখানা লিঃ। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং উত্তর বংগের কৃষকদের ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানোর জন্য সরিষবাড়ী উপজেলার তারাকান্দিতে যমুনা নদীর নিকটে ২০০ একর জমির উপর ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে যমুনা সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। দীর্ঘ ৩৬ মাস কাজের পর প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়। কারখানাটি ৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে এ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন শুরু করে এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু করে। অবশেষে ১৯৯২ সালের ১ জুলাই কারখানাটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুর করে। বর্তমানে এ কারখানা থেকে প্রতিদিন ১৭০০ মেঃটন ইউরিয়া সার উৎপাদন করা হচ্ছে। ইউরিয়া সার উৎপাদনের মূল উপাদান হচ্ছে পানি, বাতাস এবং গ্যাস। যমুনা সারকারখানার ইউরিয়ার দানা মোটা । ফলে অল্প পরিমাণ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হয় । যার ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ সাশ্রয় হয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ৯৫৬ জন এবং অস্থায়ী বা ক্যাজুয়েল শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ২৯০ জন।

যমুনা সারকারখানা

যমুনা সারকারখানাটি চালু হওয়ার পর এ অঞ্চলের কৃষকদের সারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কারখানাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । কারখানাটি চালু হওয়ার পর সরিষাবাড়ী উপজেলার তারাকান্দি তথা পোগলদিঘা ইউনিয়নের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া যমুনা ফার্টিলাইজার স্কুল এন্ড কলেজটি শিক্ষা বিস্তারে অত্র এলাকায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ।

যোগাযোগ :
ফোন : ০৭৫১-৬৩৮৯০
০২-৯৩৩৪২৮৮
পি এ বি এক্স-০২-৯৩৫২২৯৩
০৩-৮৯৭৬-৮৭০৫৬-৫৭
ফ্যাক্স- ০২-৯৩৩৪২৮৮/ ০২-৯৩৫১৪৮৩
মোবাইল- ০১৭১৫-২৫৯২৪৬৬

জিল বাংলা সুগার মিলস লিঃ, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

জামালপুর জেলার অন্যতম ভারী শিল্পকারখানা হচ্ছে জিল বাংলা সুগার মিল লি:। মিলটি পূর্ব পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড এর যৌথ উদ্যোগে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৩৫১ একর জমিতে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জিল পাক সুগার মিলস। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মিলটি জিল বাংলা সুগার মিলস লিঃ হিসেবে পূণঃ নাম করন করা হয়। বর্তমানে মিলটি ৫১ জন কর্মকর্তাসহ ৩৮৮ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। অস্থায়ী বা মৌসুমী শ্রমিকের সংখ্যা ২৫২ জন আর চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫ জন। বর্তমানে মোট শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ৯৫৬ জন। মিলটির আখ মাড়াই এলাকা হচ্ছে বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ, ইসলামপুর ও জামালপুর সদর উপজেলার ২৫ হাজার একর জমি। মোট আখচাষীর সংখ্যা হচ্ছে ১৬ হাজার । মিলটির বার্ষিক আখমাড়াই ক্ষমতা ১০১৬০ মেঃ টন এবং দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা হচ্ছে ১০১৬ মেঃ টন। সাধারণত নভেম্বর থেকে ফ্রেব্রুয়ারী মাস পর্যমন্ত আখ মাড়াই কার্যক্রম চলে। এ মিলের উৎপাদিত চিনির মান বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত যার ফলে সরকারী রেশন হিসেবে এ মিলের চিনিকেই বেছে নেয়া হয়েছে। সুগার মিলে একটি হাই স্কুল রয়েছে যা খেলাধূলা তথা সংস্কৃতিতে দিন দিন অবদান

রেখে চলেছে। তবে যমুনা নদীর কড়াল গ্রাসের মুখে আখএলাকা ধীরে ধীরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় আখের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে ফলে মিলটি তার কাংক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। যমুনা নদী শুধু মিলটির আখযোগ্য জমিই কেড়ে নিচ্ছে না এখন মিলটিকেও গ্রাস করার চেস্টা করছে। যমুনা নদী থেকে মিলটির দূরত্ব এখন প্রায় ১ মাইল। যে কোন মুহূর্তে যমুনায় বিলীন হয়ে যেতে পারে মিলটি । তাই যমুনা নদীর ভাঙ্গঁন রোধ করা অথবা বেরী বাঁধ তৈরী করা খুবই জরুরী।

যোগাযোগ :

ফোন : ০৯৮২৩-৭৫০০৮

মোবাইল: ০১৭১৬-০৮২৫৬৫

আলহাজ্ব জুট মিলস, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

প্রবেশ দ্বার আলহাজ্ব জুট মিলস

সোনালী আঁশের দেশ বাংলদেশ। সারা বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের পাটের খুব সুনাম ছিল। এখানকার পাটের আঁশ খুব উন্নত হওয়ায় এ পাট দ্বারা সূতা ও উন্নতমানের চট এবং ঘানি ব্যাগ তৈরী হত। এখানকার পাট ও পাটজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। বাংলাদেশের পাট উৎপাদিত এলাকর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জামালপুর জেলা। এ অঞ্চলে প্রচুর পাট উৎপাদনের ফলে পাটজাত সামগ্রীর উৎপানের জন্য বেশকিছু পাট

শিল্প গড়ে উঠে। এসবের মধ্যে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাতেই কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে আলহাজ্ব জুট মিলস, এ আর এ জুট মিলস, র‍্যালী ব্রাদার্স, ইস্পাহানী জুট মিলস, বি জে এম সি, বি জে সি, পপুলার জুট মিলস্ ,নিমকো জুট মিলস্ ইত্যাদি। এ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে এলাকার কয়েক সহশ্র লোকের আর্থ-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি হয়েছে এবং বহু শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকরদের আয়ের পথ সুগম হয়েছে। সরিষাবাড়ী উপজেলার সন্নিকটে ৩৯ একর জমির উপর ১৯৬৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শিল্পপতি হাজী মুসলিম উদ্দিন আলহাজ্ব জুট মিলস্ টি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পাটের পাঁকা বেল, সূতা, চট, ঘানি ব্যাগ তৈরী করা হয়। মিলে বর্তমানে ২৭৫ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং প্রায় ১৪০০ থেকে ১৮০০ শ্রমিক কাজ করে। মিলটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২৭ থেকে ৩০ মেঃ টন। ৩ শিফটে ২৪ ঘন্টাই মিলে কাজ হয় এর জন্য তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বৈদ্যুতিক জেনারেটর বসানো হয়েছে।

যোগাযোগ :

ফোন : ০৯৮২৭-৫৬০১৫/৫৬০

জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী, জামালপুর